দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 NOV 1987
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম ...

প্রসংগঃ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আশীর্বাদ স্বরূপ

গত ৩।১১।৮৭ তারিখে 'চিঠিপত্র' কলামে জনাব রিয়াজ রহমানের (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়) 'প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আশীর্বাদ স্বরূপ' শিরোনামে লিখিত চিঠিটি পড়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জেগেছে আপনি শিক্ষক না ছাত্র। যদি আপনি শিক্ষক হন তবে আপনার মনে এধরনের একটা মন্তব্যের উদয় হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেননা আপনাকে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসতে হবে না। একজন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের সামনে বিরাজ করছে সেশনজট। চার বছরের কোর্স সাত বছরেও শেষ হচ্ছে না। অথচ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী চার বছরেই কোর্স শেষ হবে। একই সাথে ভর্তি হয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তিন বছর আগেই পাস করে বের হবে। এমনকি দু'বছর পরে ভর্তি হয়েও আগেই পাশ করবে এবং ২।৩ বছর সন্ধান করে একটা চাকরিও পেয়ে যাবে হয়ত। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রটি সেশনজট পার হয়ে পরীক্ষার পর হয়তো সরকারী চাকরি পাবে না। কিংবা সামান্য কিছুদিন হাতে থাকতেও পারে। সর্বোপরি এখনকার মত আবার তখন যদি সরকারী নিয়োগ বন্ধ থাকে তাহলে তো কথাই নেই। মধ্যবিত্ত গরীব ঘরের ছেলেরা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাবে না। তাই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের আশীর্বাদ সে পাবে না। আপনি লিখেছেন, দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রেক্ষিতে সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে' এটা তো সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদেরকে স্বীকার করতেই হবে এবং করি। যেখানে দেশের শতকরা আশি ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে সেখানে শুধুমাত্র ধনী শ্রেণীর জন্য কি করে এই বিশ্ববিদ্যালয় আশীর্বাদস্বরূপ হতে পারে? শিক্ষিত সমাজের অংশ হিসেবে অনেক কিছু চিন্তার সময় আমাদের এসেছে। তাই প্রয়োজন প্রথমেই সেশন জট দূর করার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং তারপর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা যাবে।

[illegible] মণ্ডল ফলিত রসায়ন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ডিগ্রী পরীক্ষার রেজাল্ট প্রসঙ্গে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৮৬ সালের বি.এ/বি, কম/বি, এসসি (পাস/সাবসিডিয়ারী) ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৭ সালের ২৯শে মার্চ। পরীক্ষা শেষ হওয়ার প্রায় সাত মাস গত হচ্ছে। কিন্তু এ পর্যন্ত পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়নি। অথচ এদিকে কলেজগুলোতে ১৯৮৭ সালের ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য ফরম ফিলাপের কাজ শুরু হয়ে গেছে। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ১৯৮৬ সালের ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছে তারা এখন কি করবে। নতুন করে পরীক্ষা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নেবে? নাকি রেজাল্টের আশায় বসে থাকবে? এদিকে ছাত্র-ছাত্রীরা রেজাল্টের আশায় বসে থেকে পুনরায় পরীক্ষা দেয়ার প্রস্তুতিও নিতে পারছে না। রেজাল্ট ভাল হবে এই ভেবে।

অতএব, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন এই যে, উপরোক্ত বিষয় বিবেচনা করে অতিসত্বর পরীক্ষার রেজাল্ট দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তা দূর এবং অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রস্তুতির সাথে পুনরায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবেন।

মো: রায়হান আলী,
বি,কম (পাস) পরীক্ষার্থী,
আদর্শ মহাবিদ্যালয়, দিনাজপুর।